সংবাদ

তারিখ 06 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

সভাপতি ও অধ্যক্ষের পদ নিয়ে রশি টানাটানি

শাহজাদপুরের সাতবাড়িয়া কলেজের ১৭৩ শিক্ষার্থীর ডিগ্রি পরীক্ষা অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

শাহজাদপুর উপজেলার সাতবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের গভর্নিংবডির সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ নিয়ে রশি টানাটানির কারণে ১৭৩ জন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারেনি। অন্যদিকে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের বাধার মুখে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহজালাল মিয়া কলেজে ঢুকতে না পারায় স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

গত শনিবার সকালে স্থানীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহজালাল মিয়া তার লিখিত বক্তব্যে জানান, ১৯৯৩ সালে কলেজটি স্থাপিত হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আব্দুল কাইয়ুমকে পাশ কাটিয়ে ড. মহিউদ্দিন নামে এক সরকারি কর্মকর্তা বিধিবহির্ভূত ২০০১ সালে গভর্নিংবডির সভাপতি হন। একপর্যায়ে গভর্নিংবডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় এমপি ডা. এম এ মতিনকে সভাপতি মনোনীত করে। এ ব্যাপারে ড. মহিউদ্দিন হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন করে হেরে যান। অধ্যক্ষ আব্দুল কাইয়ুমের অবসরগ্রহণের পর ২০০৫ সালের ৬ মার্চ থেকে শাহজালাল মিয়া ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এদিকে গত ১৩ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতির দায়িত্ব পান। এদিকে সাবেক জেলা প্রশাসক আমিনুল রব চৌধুরী গভর্নিংবডির সভাপতি হিসেবে ড. মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেন। গত ২২ নভেম্বর গভর্নিংবডির মিটিং ছাড়াই ড. মহিউদ্দিন ফ্যাক্সবার্তার মাধ্যমে তাকে অপসারণ করে তার পছন্দের ব্যক্তি আব্দুল হাইকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শাহজালাল মিয়া গত ২৮ নভেম্বর জজ আদালতে, সাবেক জেলা প্রশাসক আমিনুল রব চৌধুরী ড. মহিউদ্দিন, উপাধ্যক্ষ শাহাদত হোসেন ও আব্দুল হাইকে বিবাদী করে মামলা করেন। আদালত গত ২৯ নভেম্বর ড. মহিউদ্দিনকে সভাপতি পদে কাজ না করা, আব্দুল হাইকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন না করা এবং শাহজালাল মিয়াকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধা না দেয়া সম্পর্কে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়ে বিবাদিদের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ড. মহিউদ্দিনের অনুগত কতিপয় শিক্ষক এবং তার ভাড়াটিয়া বাহিনী অধ্যক্ষকে কলেজে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এসব জটিলতার কারণে কলেজের ১৭৩ জন ডিগ্রি পরীক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরম পূরণ করতে পারেনি। সংবাদ সম্মেলনে কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।